MAY 08 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

অর্থপিশাচ ডাক্তারের গাফিলতি ও অবহেলায় কলেজ ছাত্র আনোয়ারের করুণ মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অর্থপিশাচ এক ডাক্তারের গাফিলতি ও অবহেলায় সোমবার বিকেলে ধানমন্ডির একটি ক্লিনিকে মারা গেছে বিকম পরীক্ষা দেয়া এক ছাত্র আনোয়ার হোসেন। এ ঘটনাকে নিহত ছাত্রের পরিবার হত্যাকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রোগী নিহত হওয়ার ঘটনার পর ডাক্তারদের আচরণ নিহত ছাত্রের পরিবারকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অবশেষে ধানমন্ডি থানা পুলিশ ৪ ডাক্তারকে সোমবার রাত ১২টায় গ্রেফতার করে গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুরে সিএমএম কোর্টে প্রেরণ করলে ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল হায়দার প্রত্যেককে জামিন দিয়েছেন। আলোচিত

৫-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ ধানমন্ডির ডেলটা ক্লিনিকে ডাক্তারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগে ৪ ডাক্তার গ্রেফতার। ইনসেটে নিহত আনোয়ার হোসেন

কলেজ ছাত্র আনোয়ারের করুণ মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডাক্তাররা হচ্ছেন- পিজি হাসপাতালের ডেন্টাল বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডাঃ আল মামুন ফেরদৌসী, শিশু হাসপাতালের এনাসথেসিয়া বিভাগের প্রফেসর ডাঃ হাবিব ইব্রাহীম, পিজি হাসপাতালের অপর এক ডাক্তার মহিউদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রভাষক ডাঃ শাহীন আহমেদ। নিহত ছাত্র আনোয়ার হোসেনের ভগ্নিপতি শেখ সাইদুল হক ও বড় ভাই জাকির হোসেন দৈনিক ইনকিলাবকে ঘটনার বর্ণনা দেন। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার কুতুবপুর গ্রামের হাজী আবদুর রশিদের ৪ ছেলে ৪ মেয়ের মধ্যে আনোয়ার তৃতীয়। মাত্র ৯ দিন বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ার পর আনোয়ারের মুখে সমস্যা দেখা দেয়। তাকে চট্টগ্রাম সিএমএইচ-এ চিকিৎসা দিতে গেলে ডাক্তাররা বলেন, পূর্ণ বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে। ক্রমে আনোয়ারের চোয়ালের হাড়, দু'দিকে বিশেষ করে ডান দিকে বেড়ে যেতে থাকে। এমনিতে তার কোন সমস্যা হতোনা, তবে ঘুমাতে গেলেই তার কষ্ট হতো। আনোয়ারের ভাই-বোন মাস ছয়েক আগে সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসার জন্য ভারত যাবেন। এরই মধ্যে এক ভাই বেলায়েত হোসেন দেশেই চিকিৎসা করানোর পক্ষে জোর দেন। পারিবারিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য আনোয়ারের চিকিৎসার জন্য টাকা-পয়সা জোগাড় হতে থাকে। গত ১৪ এপ্রিল ঢাকায় এসে তারা জানতে পারেন, পিজি হাসপাতালের প্রফেসর ডাঃ আল মামুন ফেরদৌসী আনোয়ারের চিকিৎসা করতে পারবেন। ১৫ এপ্রিল পিজি হাসপাতালে ডাঃ ফেরদৌসী আনোয়ারকে দেখে বলেন, ওর হাড়ে অপারেশন লাগবে। তবে এখানে (পিজি) করলে সময় লাগবে। ডাক্তার রোগীকে ধানমন্ডি ৩২নং রোডের ৬৮১নং বাড়ীতে অবস্থিত তার নিজস্ব চডিয়া ওয়্যাল এন্ড ফেসিয়াল ক্লিনিকে নিতে বলেন। ১৭ এপ্রিল যথারীতি আনোয়ারকে ওই ক্লিনিকে নেয়া হয়। ডাক্তার ইতিমধ্যেই আনোয়ারের বিভিন্ন ধরনের ১৪/১৫ হাজার টাকার পরীক্ষা ও এক্সরে করান। ২৮ এপ্রিল ধানমন্ডি ৪নং রোডের ২০নং বাড়ীতে অবস্থিত ডেলটা মেডিকেল সেন্টারে তার অপারেশনের সিদ্ধান্ত হয়। ওইদিন ডাঃ ফেরদৌসীর সাথে দেখা করলে তিনি আনোয়ারের ভাইদের বলে দেন কেবিন বুক করেননি, অপারেশন করা যাবে না। ডাক্তার এও বলেন, অপারেশন করতে ৫/৬ ঘন্টা লাগবে এবং তাকে ৩০ হাজার টাকাসহ মোট ৭৫ হাজার টাকা দিতে হবে। আনোয়ারের ৬ মে অপারেশন হবে বলে ডেল্টা ক্লিনিকে কেবিন বুক করা হয় এবং ৫ মে তারা ঢাকায় এসে ক্লিনিকের কেবিনে ওঠে। গত সোমবার অপারেশনের আগে ডাঃ ফেরদৌসী ৬০ হাজার টাকা আগাম গ্রহণও করেন।

আনোয়ারের ভাই-ভগ্নিপতি জানান, সোমবার বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে আনোয়ারকে ডেল্টা ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হয়। ডাঃ ফেরদৌসীর তত্ত্বাবধানে আনোয়ারকে প্যাথেড্রিন ইনজেকশন ও এনাসথেসিয়া দেন শিশু হাসপাতালের প্রফেসর ডাঃ হাবিব ইব্রাহীম। অপারেশন শুরুর আগেই যথাযথ এনাসথেসিয়া না হওয়ায় আনোয়ার জ্ঞান হারায়। তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৪৫ মিনিট পর ডাঃ ফেরদৌসী ওটির সামনে অপেক্ষমাণ আনোয়ারের ভগ্নিপতি সাইদুল হককে বলেন, রোগীর অবস্থা ভাল না। জনাব হক ও তার শ্যালক জাকির এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা বুঝতে পারেন আনোয়ার বেঁচে নেই। তারা ওটিতে গিয়ে আনোয়ারকে দেখতে চাইলে ডাঃ ফেরদৌসী ও অন্যান্য ডাক্তার তাদের রোগীকে দেখতে দেননি। পরে বিকেল সোয়া ৫টায় ক্লিনিকের এমডি কে আলীকে নিয়ে তারা ওটিতে ঢুকে আনোয়ারকে অপারেশনের ড্রেসবিহীন লুঙ্গি পরিহিত মৃত অবস্থায় দেখতে পান। এ ঘটনায় পর আনোয়ারের ভাই-ভগ্নিপতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ডাক্তারদের উপর আক্রমণের চেষ্টা করলে ৪ ডাক্তার ওটির মধ্যে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। ধানমন্ডি থানার ওসি মোজাম্মেল হক রাত ১২টায় ঘটনাস্থলে ডাক্তারদের অবহেলার দৃশ্য দেখেন। আনোয়ারের ভাই বেলায়েত হোসেনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৪ ডাক্তারকে গ্রেফতার করে ধানমন্ডি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল আদালতে প্রেরণের পর ৪ জনই জামিন পেয়ে যান। এদিকে আনোয়ারের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে গতকাল সকাল ৭টায় নেয়া হলেও লাশের ময়নাতদন্ত হয় বিকেল ৫টায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডাঃ নাসিমুল ইসলাম নিহত আনোয়ারের ভাই জাকির হোসেনকে সান্ত্বনা দেন এই বলে যে, রোগীর শরীরে পুশ করা ইনজেকশনে তার মারা যাওয়ার কথা নয়। তিনি লাশের ভিসেরা মহাখালীতে প্রেরণ করেন। পরিবারের সদস্যরা 'কসাই ডাক্তাররা জবাই করে আনোয়ারকে হত্যা করেছে' বলে অভিযোগ করেছেন।